

সম্পাদকীয়

রাজ্যে স্পর্শকাতর বৃথের সংখ্যা ২০১৬-র থেকে ও কম

লোকসভা নির্বাচন দোর গোড়ায়। দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল আরোরা কলকাতায় এসে বলে গিয়েছিলেন, এ রাজ্যে আবেগময়। হয়তো সেই কারণেই এ রাজ্যে নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক হিংসার ইতিহাস ধুলিমাখা স্মৃতি নয়। লোকসভা নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যাওয়ার প্রায় এক পক্ষ কালের মধ্যে রাজ্যে তেমন কোনও রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা ঘটেনি। যদিও বিরোধী বিজেপি ও কংগ্রেসের দাবি ছিল, এ রাজ্যের ১০০ শতাংশ বৃথকেই স্পর্শকাতর ঘোষণা করতে হবে। সূত্র বলেছে, এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের মাধ্যমে যে লিফট পাওয়া গেছে তাতে স্পর্শকাতর বৃথের সংখ্যা গত বিধানসভা নির্বাচনের থেকেও কম। ফাইনাল নয় রিপোর্ট। চূড়ান্ত রিপোর্ট পাওয়া যাবে প্রত্যেক দফার ভোটের পাঁচ দিন আগে। তখনই সরকারিভাবে নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হবে, প্রত্যেকটি লোকসভা আসনে স্পর্শকাতর বৃথের সংখ্যা কত। এখনও পর্যন্ত জেলা গুলি থেকে যে রিপোর্ট রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের দপ্তর পেয়েছে তাতে বিরোধীদের দাবি পূরণ হওয়ার কথা নয়। কমিশনের হিসাব অনুযায়ী ২০১৪ সালে লোকসভা ভোটের সময় রাজ্যে স্পর্শকাতর বৃথের পরমাণ মোট বৃথের পঞ্চাশ শতাংশের কম ছিল। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় রাজ্যে স্পর্শকাতর বৃথের সংখ্যা আরও ১০ শতাংশ কমে যায়। এবার লোকসভা নির্বাচনে যা পরিস্থিতি, তাতে এখনও পর্যন্ত সেই হিসেব বাড়ার কোনও ইঙ্গিত নেই। ২০১৪ সালে ভোট ঘোষণার আগে থেকেই কমিশনের কাছে অনেক অভিযোগ আসতে শুরু করেছিল এবং রাজ্যে সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত সেই পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে না বলে রিপোর্ট এসেছে জেলা থেকে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের দপ্তর সূত্রে এমন খবরই মিলেছে। শুধু তাই নয়, অভিযোগের পরিমাণ এখন পর্যন্ত ২০১৪ সালের থেকে অনেকটাই কম বলে সূত্রে খবর। তারপরেও রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির দাবি মেনে কমিশনের পক্ষ থেকে সমস্ত জেলার ডি এম কে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলাদা করে বৈঠক করতে বলা হয়েছে। সূত্র জানাচ্ছে, নিষিদ্ধ ঘোষণার পর একদফা সর্বদল বৈঠক সেরে নিয়েছেন জেলা শাসকরা। বিরোধী এবং শাসকদের সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি সর্বদল বৈঠক এর মিনিটস রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের দপ্তরে পাঠাতে বলা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত রাজ্যে স্পর্শকাতর বৃথের সংখ্যা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় সেটাই এখন দেখার।

ধর্ম কথা

কোন কোন সাধক, জ্ঞানরূপ যজ্ঞ দ্বারা আমার উপাসনা করেন। তাঁদের মধ্যে আমাকে নিজের সাথে অভেদ জ্ঞানে ভজলা করেন। তাঁদের কেউ নিজেকে পৃথক জ্ঞানে সাধনা করেন। অনেকে আবার নানান দেবতারূপে আমাকে ভজনা করেন।

প্রতিটি মানুষের বিশ্বাস রুচি, ভক্তি ভগবদ ভাবনা, বিচার শ্রদ্ধা প্রভৃতি আলাদা আলাদা হয়। সেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবসহই সকলে ভগবানের আরাধনা করে থাকেন। দৈবী সম্পদ সহ ভক্তেরা ভগবানকে সতত ভক্তি সহ প্রণাম এবং তাঁর কীর্তন করেন। যারা জ্ঞান বিচার দ্বারা অসৎকে পরিত্যাগ করেন ও সৎ স্বরূপ পরমাত্মার নিগূণ, নিরাকার রূপের আরাধনা করেন। কন্মযোগী নিজেকে সংসারের এবং ভগবানের সেবক রূপে আরাধনা করেন। ভক্তযোগী ভগবানকে অথবা সখ্য রূপে আরাধনা করেন। আবার কোন কোনও ভক্ত নিজেকে ভগবানের থেকে পৃথক জ্ঞানের আরাধনা করেন। কেউ কেউ চন্দ্র সূর্য প্রভৃতিতে ভগবানের প্রতীক জ্ঞানে পূজা করেন। কেউ কেউ শিব, বিষ্ণু দুর্গা প্রভৃতি দেবতা জ্ঞানে, ভগবানের পূজা করে থাকেন। তবে এই সকল আরাধনাই শাস্ত্র সম্মত হওয়া উচিত নয়। সকাম গব যুক্ত ভক্তেরা তাঁদের উপাসনার দ্বারা শাস্ত্র নির্দিষ্ট ফলমাত্র লাভ করে থাকেন। তার অধিক নয়। ক্রমমুক্তি এঁদের জন্য নয় এই প্রকার ভক্তেরা, ভক্তির তারতম্য এবং সাধনের দৃঢ়তা অনুযায়ী ক্রমে ক্রমে উচ্চতর ভূমি লাভ করতে থাকেন এবং পরিশেষে জ্ঞান যজ্ঞ সাধনের অধিকারী হতে সক্ষম হন। কিন্তু যারা নিষ্কাম সাধক, তাঁরা ক্রমমুক্তির অধিকারী হন।

দ্বন্দ্বতার কথা'র প্রাপ্তিস্থান

এগরা সদশ-অজয় কুমার দাশ, এগর সজ্ঞ-কৌশিকদাশ, কাঁথি-শুভেন্দু ভূঞা (মধুকরার নিকট), চক্রধর বেরা-হেঁড়া বাজার, চন্দন দাস, পানিপাকল, খুজটি দাস-রামনগর

সংবাদ শিরোনামে



অর্ধেক দাশ

(গত সংখ্যার পর) নন্দিতার প্রসবের সময় এগিয়ে আসতে লাগল। পেট নিয়ে তার বড় অস্তিত্ব। শাশুড়ি কি সব লক্ষণ দেখে বলেছেন নন্দিতার ছেলে হবে। অশিক্ষিতা শাশুড়িকে নন্দিতা ভীষণ বিশ্বাস করে, ভীষণ ভালোবাসে। একদিন অফিস থেকে ফেরার পথে অরিজিং একটা নার্সিংহোমের ঠিকানা আর ফোন নং নিয়ে এল। এদের খরচটা একটু বেশি হলেও চিকিৎসাটা নির্ভরযোগ্য। শুধুমাত্র ফোন করলেই তারা গাড়ী পাঠিয়ে নিয়ে যাবে। এইরকম একটা বিপদের সময়ে হঠাৎ করে স্ট্রোক হয়ে নন্দিতার বাবা, মারা গেলেন। অরিজিং খবর পেয়ে সরাসরি অফিস থেকে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল। নন্দিতাকে নিয়ে তার বাবাও এসেছিলেন। শ্রদ্ধা শাস্তি সবই অরিজিংয়ের তত্ত্বাবধানে হলো। অরিজিং শাশুড়ি পেনসনের ব্যাপারেও যথেষ্ট তদ্বির তদারক করল। নন্দিতার মা ওদের যাওয়ার সময় যথেষ্ট কান্নাকাটি করলেন। অরিজিং কথা দিল প্রতি সপ্তাহে একবার অন্ততঃ সে এসে খোঁজখবর নিয়ে যাবে। বিশেষ দরকার হলে ফোন তো আছেই। বাড়িতে সব সময়ের জন্য একটা কাজের মেয়ে থাকে। সে-ই আপাততঃ দেখাশোনা করবে। মোটামুটি সব ব্যবস্থাই ঠিকঠাক চলছিল। শ্রদ্ধা শাস্তির দশ পনের দিন পরে নন্দিতার মায়ের হঠাৎ স্ট্রোক হল। কাজের মেয়েটা অরিজিংকে ফোন করেই রোগীকে একটা গাড়ীতে করে পাড়ারই একটা নার্সিংহোমে নিয়ে চলে গিয়েছিল। পাড়ার লোকেরা অনেক সাহায্য করেছে। অরিজিং প্রাথমিক চিকিৎসার পর শাশুড়িকে বড় নার্সিংহোমে নিয়ে এসেছে। দিন পাঁচেক বড় কঠিন অবস্থার ভিতর কেটেছে। বহু টাকা খরচ। স্বাস্থ্যবীমা থাকায় নগদে খুব বেশী দিতে হয়নি। দিন পনের পরে শাশুড়ি ঘরে ফিরেছেন। এখন দরকার বিশ্রাম এবং নার্সিং। চিকিৎসা ঘন্টার আয়া রাখতে হয়েছে। অরিজিংয়ের বাবাই পরামর্শ দিলেন

নন্দিতাকে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতে এবং অরিজিংকেও সেখানে কিছুদিন থাকতে। সেখান থেকে অফিসও কাছাকাছি হবে। অরিজিং প্রথমে নিমরাজি হলেও পরে পরিস্থিতির চাপে রাজি হয়ে গেল। শ্বশুর-শাশুড়িকে ছেড়ে আসতে নন্দিতার খুব কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু তাঁরাই তাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। নন্দিতার জীবনের আর এক পর্ব শুরু হ'ল। সকালে সে নার্স আসার আগে পর্যন্ত মায়ের কাছে থাকে, কাজের মেয়ে রান্না-বান্না করে। অরিজিং খেয়ে দেয়ে অফিস যায়। প্রথম প্রথম এসে শাশুড়ির কাছে খানিকক্ষণ বসে তারপর পাড়ায় আড়া দিতে যেত। এখন অফিস থেকে এসেই জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে যায়। নন্দিতার ও প্রসবের সময় এগিয়ে এল। ডাক্তার যে ডেট বলেছিলেন তা প্রায় পাঁচ দিন আগে পেটে অসম্ভব যন্ত্রণা। নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়ে সিজার করতে হ'ল। বেটা ছেলেই হ'ল কিন্তু একি! বাচ্চার একটা পা এত ছোট কেন? ডাক্তার বাবুরা বললেন বাচ্চা বড় না হলে অপারেশন করা যাবে না। বাচ্চা কাঁদেও না। শত চেষ্টা করেও কাঁদানো গেল না। ডাক্তাররা বললেন এ বাচ্চা মুক হবে। এখন কিছু করা যাবে না। দশবছর না পেরোলে কিছু করা যাবে না। নন্দিতা একেবারে ভেঙে পড়ল। অরিজিংয়ের মুখ হাঁড়ি। বাড়ি ফিরলেও কারোর মনে আনন্দ নেই। অরিজিংয়ের বাবা-মা একদিন দেখতে এলেন। তাঁরা নন্দিতাকে সাহস জোগালেন বটে, তবে তাঁদের মুখ দেখে মনে হ'ল তাঁরা খুশী

হন নি। বাচ্চা বড় হতে লাগল। কত ডাক্তার যে দেখানো হয়েছে। সকলেই প্রায় এক কথা বলেছেন। অরিজিং ভীষণ বিরক্ত। বাচ্চাটাকে কোলে পর্যন্ত নেয় না। নন্দিতা লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে, বাচ্চাটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। অরিজিং কত বার নন্দিতাকে প্রস্তাব দিয়েছে বাচ্চাটাকে কোন অনাথ আশ্রমে দিয়ে দিতে। নন্দিতা রাজি হয়নি। এই নিয়ে অরিজিংয়ের সঙ্গে তার দূরত্ব বাড়ছে। নন্দিতা এখন মায়ের ঘরে ঘুমায়। অরিজিং আরো ক্ষিপ্ত। নন্দিতার মায়ের বাব-মা হাত অচল। প্রায় প্রতিদিন ফিজিওথেরাপী চলছে, এক পয়সার উপকার হচ্ছে না। অথচ ডাক্তারবাবু বলেছেন এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। অরিজিং এখন দুহাতে কামাচ্ছে এককালে সে ভীষণ আদর্শবাদী ছিল। এখন সমস্ত আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়েছে। প্রায়ই পাটিতে যায়। ফেরে অনেক রাতে। তখন সে আর সুস্থ অবস্থায় থাকে না। নন্দিতা তাকে অনেক বুঝিয়েছে, কিন্তু কোন কিছু আর কাজ করছে না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে। ইতিমধ্যে অরিজিংয়ের একজন নতুন বান্দবী জুটেছে। দেখতে সুনতে বেশ ভালো এবং স্মার্ট। রাতে দরজা বন্ধ করে অরিজিংকে অনেকক্ষণ তার সঙ্গে কথা বলে। নন্দিতা প্রথম প্রথম প্রতিবাদ করেছে। অরিজিং পাল্তাই দেয়নি। একদিন রাগের মাথায় নন্দিতাকে শুনিয়ে দিয়েছে যে সে পৌলমীকে বিয়ে করবে এবং অন্যত্র চলে যাবে। নন্দিতা থ হয়ে দাঁড়িয়ে শোনে। এই অরিজিংয়ের জন্য সে চাকরি

ছেড়েছে, তার সঞ্চয়ের সমস্তটাই উজাড় করে দিয়েছে। এই তার প্রতিদান! অরিজিং এখন পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করার জন্য মুখিয়ে থাকে। নন্দিতা চুপ করে থাকে। সে বুঝে নিয়েছে অরিজিং বীধন কাটার জন্য মুখিয়ে আছে। নন্দিতাই একদিন পরিস্কার করে জেনে নিয়েছে সমস্ত কিছু। অরিজিং পরিস্কার করে বলে দিয়েছে পৌলমীকে সে কথা দিয়েছে। সূতরাং নন্দিতা যদি তাকে মুক্তি দেয় তবে সে তাকে কিছু টাকা দিতে রাজি আছে। মিউচুয়াল ডিভোর্সের মূল্য। নন্দিতা ঘৃণাভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। অরিজিং আর দেবী করেনি। কোর্ট পেপারে নন্দিতার স্বাক্ষর করিয়ে জমা দিয়েছে। ইতিমধ্যে সে এ বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র উঠে গিয়েছে। কোথায় গেছে বলে যায়নি, নন্দিতাও জানার চেষ্টা করেনি। কি হবে আর জেনে। নন্দিতার অরিজিংয়ের উপর বিরাট ভরসা ছিল। বাবা যা টাকা রেখে গিয়েছেন এবং মা যা পেনশন পান তাতে তাদের আর্থিক সংকট হওয়ার কথা নয়। তবুও নন্দিতার বাবার টাকা নিতে কেমন যেন বাধা বাধো ঠেকত। এদিকে মাও দিন দিন আরও অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। সবটাই লোকের উপর নির্ভরশীল। ছেলেটাও তার

জানা কথা শোনা কাহিনী 'খেয়াপাড়ি দেওয়ার বৈচিত্র্য'

শান্তিপদ নন্দ

আমরা সাধারণ গোবেচারী মানুষ। কেউ দোকানী বা ব্যবসায়ী, কেউ শিক্ষক বা ডাক্তার, কেউ দশটা এটা অফিসের করণিক বা ফ্যান্টাস্টিক শ্রমিক - দিন আনি দিন খাই। একদিন প্রত্যেক কে যেতে হবে। দুর্ঘটনা না হলেও আমাদের বিদায় নেবার নানা উপায়। তারই দু'তিনটি উদাহরণ বলি, পাঠকের মনে শুনে বা পড়ে প্রশ্ন আসতে পার এ কি কাকতালীয়। আমার এক শুভার্থী ট্রিপক্যাল স্কুল অফ মেডিসিনের ডাক্তার ছিলেন নাম হরি পদ দাস মহাপাত্র। পরের উপকার করাই ছিল তাঁর স্বভাবজাত ধর্ম। সদাহাস্যময় এই চিকিৎসক একদিন রাতে খাওয়া দাওয়ার পর একটা বই নিয়ে বিছানায় শুতে গেলেন। পরের দিন ভোরে বেড টি নিয়ে স্ত্রী গেলেন স্বামীকে দিতে। কোন নানা না পেয়ে মশারী তুলে দেখেন, দেহটি কঠিন হয়ে পড়ে আছে। রাতে কখন আন্নারাম খাটা থেকে উঠাও হয়ে গেছে। পরের ঘটনাটি আরও আশ্চর্যের। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের অন্ধদের বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ গোপীনাথ দাঁ। নিজেও দুষ্টিহীন, আর সব দুষ্টিহীন ছাত্রদের অপূর্ণ দরদ দিয়ে মানুষ করতেন। তিনি অন্ধ হয়েও বিদেশে বহু দুষ্টিহীনদের কনফারেন্সে গিয়ে অংশ নিয়েছেন। সেবার ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ক্রিকেট খেলা। ক্রিকেট প্রেমী গোপীনাথ শেষ ওভারে আজহার শ্রীনাথকে বল করতে দিলেন। এর আগে ডুটো ওভারে শ্রীনাথ খরাপ বল করে প্রচুর রান দিয়েছে। রেডিও শ্রীনাথের বল করার কথা শুনে গোপীনাথ অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে চিংকার করে উঠলেন, আবার শ্রীনাথ! সর্বনাশ হ'ল!... টেঁচিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বিছানা থেকে পড়ে গেলেন। পাশের ঘর থেকে সবাই সবাই ছুটে এসে ওঁকে খাটে তুলল। ডাক্তার এল, কিন্তু তার অনেক আগেই তিনি বিদায় নিয়েছেন। ক্রিকেট খেলার সংবাদ ওপারের যাত্রাপথের

হৃদিশ দিয়ে গেল। বীরেন্দ্র কুমার বসু সারাজীবন কাম্বীয়ে ভূবিদ্যার অধ্যাপনা করে অবসর নিয়ে ঘাটশীলায় একটি বাংলা বাড়ির করে সস্ত্রীক বাস করছিলেন। বয়স তখন আশি। তবে দেখলে যাটও মনে হয় না। খাজু দেহ রাজোচিত চেহারা। সেদিন সকাল বেলায় বাজার করে এসে মালীকে দিয়ে বাগানে গাছ লাগালেন। বেলা এগারোটা। স্ত্রী বললেন, 'রান্না হয়ে গেছে, স্নান করে এস' স্নান শেষে একটি জামা গায়ে দিয়ে এসে টেবিলে বসলেন। স্ত্রী প্লেটে দু'চামচ গরম ভাত মাত্র দিয়েছেন, বীরেন বাবু স্ত্রীর দিকে চেয়ে একটু হাসলেন, সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে দেহটি চেয়ার থেকে গড়িয়ে নীচে পড়ে গেল। ঘাটশীলায় প্রধান ডাক্তার ড. বোসের বাড়ির পাশেই। তিনি ছুটে এলেন, কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে। তাই মনে হয় সবাই এসেছি একই নিয়মে, কিন্তু শেষ খেয়া পাড়ির দেবার বৈচিত্র্যের শেষ নেই। বিজ্ঞানীরা বলেন, জগতের সব কিছু ছক কটা অঙ্কের নিয়মে চলে। তার কোন নড়চড় নেই। সূর্যোদয় কখন হবে, পৌষমাসে পৃথিবী তার চক্রপথে কোথায় থাকবে, কবে সূর্যগ্রহণ হবে, সবই অঙ্কের হিসেবে। এই যে ছোট তুলাসির চারা গাছটির পরপরে জোড়া জোড়া পাতা বেরোয়, তাও অঙ্কের নিয়মে ঠিক করার পর ৯০ ডিগ্রি কোণে। লিচু গাছে আম হবে না, সিম গাছ থেকে কুমড়া পাবে না। সব কিছুই যদি এরকম নিয়ম মারফিক হয় তবে আমাদের ওপারে খেয়াপাড়ির সময় প্রায়ই ব্যতিক্রম দেখি কেন? আমাদের চারদিকে নিশ্চন্দ্রপদে মুহূর্ত দুতেরা ঘোরাতো করছে, কিন্তু এখনও এত বয়সেও স্পর্শ করেনি, জানি না নিজের জন্য কোন পথের বাগড়া নির্দেশ আসবে। গুরদেব রবীন্দ্রনাথ যথাধই বলেছেন - 'When death comes and whispers to me, they days are cuded! let me say mis: I have lived inhere and not in mese time

এগরা থানার সংগীত চর্চা

হরিশচন্দ্র দাস

বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রী দ্রোণাচরণ বর। তিনি লঘু সঙ্গীত, লোক সঙ্গীত, গণসঙ্গীত ও রবীন্দ্র-নজরুল সঙ্গীতের বিশিষ্ট শিল্পী হিসাবে পরিচিত। আঞ্চলিক ভাষায় গান রচনা করে সুর দিয়েছেন ও গেয়েছেন। বর্তমান তিনি এগরা সংগীত মহাবিদ্যালয়ের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। **কানাই সামন্ত :** বালিঘাইর বিশিষ্ট লোকসংগীত শিল্পী ও পল্লীগীতিকার কানাইলাল সামন্ত এখনো তাঁর দরজা গলায় লোকগীতি ছাড়া গণসংগীত পরিবেশন করে থাকেন। সংগীতরসিক মানুষের কাছে বিশিষ্ট লোকসংগীতশিল্পী হিসাবে সমাদৃত। বাড়ির সাংগীতিক পরিবেশ তাঁর সংগীতচর্চার অনুকূল। জন্ম-২১.০৪.১৯৫৪। **শ্যামাপদ পণ্ডা :** এগরা ভবানীচকের শ্যামাপদ পণ্ডা নজরুল সংগীত ও শাস্ত্রীয় সংগীতে পারদর্শী। দীর্ঘদিন ধরে

বিভিন্ন লোকের বাড়িতে ও প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের যত্ন সহকারে গান শিখিয়ে জীবিকা অর্জন করেন। গরীব বাড়ির সন্তান। সংগীত শিক্ষক হিসাবে অঞ্চলে বেশ জনপ্রিয়। কবিতা লেখেন। স্বরচিত গানে সুর দিয়ে পরিবেশন করেন। ভবানীচক গ্রামের সুগায়ক মধুরকণ্ঠী কানাই লাল মামা রবীন্দ্র সংগীত ও নজরুল গানের শিল্পী হিসাবে অনুষ্ঠানগুলিতে আমন্ত্রিত হয়ে থাকেন। **স্বপন মাইতি :** এগরা থানার বড় নলগড়িয়া গ্রামের স্বপন মাইতি বিশিষ্ট তবলাবাদকরূপে পরিচিত। কাঁথি মহকুমার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কাঁথির বাইরে বিভিন্ন স্মরণযোগ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীদের সংগে তবলায় সংগত করে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর বহু ছাত্র মহকুমাজুড়ে। (ক্রমশঃ)

শব্দছক - ৯৯

	১	২	৩	৪	৫
৬				৭	
		৮	৯		
			১০		
১১	১২	১৩		১৪	১৫
		১৬		১৭	
			১৮		
১৯	২০	২১		২২	২৩
	২৪		২৫	২৬	
২৭		২৮		২৯	
৩০				৩১	
			৩২		

শব্দসূত্র - ৯৯

পাশাপাশি: ১। নবোদিত সূর্য ও। সার্বিকালীন রাগ ৭। রামায় সুগন্ধি উপকরণ ৮। যক্ষ্মক্রেত ১০। অতি দুরন্ত ১১। কবিতার স্মৃতি ১৪। গণনার অযোগ্য ১৬। সাংখ্যের বিচারপূর্বক বাছাই ১৮। আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে স্বয়ং কন্যাস্বতন্ত্র পতি নির্বাচন ১৯। জর্ঘা ২২। ওড়পুস্তক ২৪। খেয়াল ২৮। শালগ্রামের বড় পাতা ৩০। শাস্তি ৩১। মাহের জাঁ ৩২। মনোহর

উপর-নীচে: ১। পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয় ২। কেঁদেছে এমন ৩। প্রহরীগিরি ৪। আচারব্যবহার ৫। বালির পুত্র ৬। অপরিমিত ৭। রোহিত ১২। পরিণীত ১৩। ছন্দোবদ্ধ রচনা ১৫। হাতি জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ১৭। ভাগ ২০। সঙ্গের বিবিধ জিনিসপত্র ২১। নকশা দিয়ে অলংকৃত ২৩। কথার ফাঁদ ২৫। তাপে সিদ্ধ করা হয়েছে এমন ২৬। উদারচেতা ২৭। বাতাস ২৯। শিক্ষা ও উপদেশ

সমাধান- ৯৮

পাশাপাশি: ১। উৎপালপাখাল ৫। লাগাম ৮। মলমাস ১০। তিলক ১২। কামান ১৩। তাতাল ১৫। মাতাল ১৬। মরণ ১৭। পান ১৮। ভয় ১৯। রক্ষণ ২১। লবঙ্গ ২২। শয়ন ২৩। মড়ক ২৪। বাদাম ২৬। সমবেত ২৮। কেশব ৩১। নগরপ্রধান

উপর-নীচে: ১। উপপতি ২। লব ৩। থামাল ৪। গলা ৬। মহাকাল ৭। জীবনমরণ ৯। মাদল ১১। লহর ১৪। তালভঙ্গ ১৫। মাননীয় ১৬। মনসামঙ্গল ২০। ক্ষণদা ২১। লকলকে ২২। শরম ২৫। মহাজ্ঞান ২৭। বেহাগ ২৯। বই ৩০। বিপ্র

নজর দিন

এগরা -১ ব্লকের পাঁচরোল গ্রাম পঞ্চায়েতের কল্যাণপূর্ণ যুব সংঘের উদ্যোগে বসন্ত উৎসব পালিত হ'ল বৃহস্পতিবার। বসন্ত উৎসব উপলক্ষে ৫ হাজার মানুষকে অন্নভোগ বিতরণ হয়।

আয়োজক সংস্থার সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র জানা বলেন, মানুষের পাশে দাঁড়াতে ও সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন। ছিলেন সমাজসেবী অশোক দাস ও চন্দন রায়, উৎসব কমিটির সম্পাদক পঞ্চানন জানা, সভাপতি অমল জানা ও কোষাধ্যক্ষ কালীকিঙ্কর জানা ও হেমন্ত জানা প্রমুখ। শেষে সকলকে ধন্যবাদ জানান ক্লাব সভাপতি দেবরত জানা।

দেশপ্রাণ ব্লকের দুর্মুঠ মসজিদ সংলগ্ন মাঠে সংখ্যালঘু সংগঠন আওয়াজ এর নেতৃত্বের সঙ্গে কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্টের প্রার্থী পরিতোষ পট্টনায়কের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। বৈঠকে জেলা সম্পাদক মামুদ হোসেন কাঁথির ঐতিহ্যবাহী সামাজিক সংগঠন কাঁথি মুসলিম শরাহ কমিটির কার্যালয় নির্মাণ এবং মহরমের জন্য ব্যবহৃত দারুয়া কারবালা ময়দানকে কাঁথি শরাহ কমিটির নামে বিলিবন্দোবস্ত দেওয়ার দাবীকে সমর্থন করেন এবং এ বিষয়ে আন্দোলনে প্রতী হওয়ার প্রস্তাব দেন। কাঁথিতে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, মহিলা কলেজ, আইন কলেজ, নার্সিং কলেজ স্থাপন সহ সার্বিক উন্নয়নের দাবী সমূহের পক্ষে সংগঠনের আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেন।

বৃহস্পতিবার বিধানভবনে প্রদেশ সভাপতি সোমেন মিত্রের হাত ধরে কংগ্রেসে নাম লেখান তমলুকের প্রাক্তন সাংসদ এমএনকী, তমলুক কেন্দ্রে থেকে যে প্রাক্তন সাংসদই কংগ্রেসের টিকিটে লড়বেন তাও নাকি ঠিক করে দেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি।

রামনগর -২ ব্লকের সটিলাপুর হরিভক্তি সমাজের ৭০ তম বর্ষের কালী, গৌষ্ঠ ও শীতলা পূজা, তার পর হরিসংকীর্তন উপলক্ষে গুরুবার সন্ধ্যায় অন্ন মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন অখিল গিরি, পঞ্চায়েত প্রধান বীণাপাণি জানা, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মানস পাত্র, উৎসব কমিটির সম্পাদক যতীন্দ্রনাথ জানা প্রমুখ। সম্পাদক জানান, প্রায় সাড়ে চার হাজার মানুষ বসে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্ন প্রসাদ গ্রহণ করছে।

এগরা-১ ব্লকের পাঁচরোল গ্রাম পঞ্চায়েতের ধুসুরদা ১৬১ নং বুথে লোকসভার বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ এর দেওয়াল লিখনে কাদা মাটি দিয়ে প্রলেপ দিয়েছে। এমন অভিযোগ করেছে বিজেপি'র বুথ সভাপতি। অভিযোগ নির্বাচন কমিশনে ও এগরা থানায় বিজেপির তরফে।

দেশপ্রাণ মেলা ও প্রদর্শনীর সাড়স্বর উদ্বোধন করলেন শুভেন্দু অধিকারী



রবিবার দীপ জ্বলে, ফিতা কেটে ১০ম বর্ষ মেলার সূচনা করেন মেলার মুখ্য উপদেষ্টা তথা কন্ট্রোলিং অফিসার অপরোচিত ব্যাঙ্ক, কার্ড ব্যাঙ্ক ও বিদ্যাসাগর সেন্ট্রাল কো - অপাঃ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান সমবায়ী শুভেন্দু অধিকারী। ছিলেন সমাজসেবী রঞ্জিত মন্ডল, বনশ্রী মাইতি, চালতি নগেন্দ্র বিদ্যাপীঠের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সন্দীপ বেরা, বেগুনাবাড়ি হাই-র প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমান সহ পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয়গুলির প্রধান শিক্ষক - শিক্ষিকা সমবায়ী পুলিন বিহারী নায়ক, বলহিলাল পয়ড্যা, হরি সাধন দাস অধিকারী, সমাজসেবী মৌমিতা দাস, বিরাজ কাঞ্চি গুড়িয়া, ইন্দুভূষণ গিরি, তপন কুমার সামন্ত, রাকেশ মাইতি, কণিক পন্ডা প্রমুখ। ব্লকের ৮ টি অঞ্চলের শিল্প সংস্কৃতি মেলার উদ্বোধক শ্রীঅধিকারী স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশপ্রাণের

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, তাঁর ত্যাগ, তিতিক্ষা, কর্মসাধনা কিভাবে ব্রিটিশ শক্তির ঘুম কেড়ে নিয়েছিল, তা উল্লেখ করেন। বহু মানুষের প্রাণের বিনিময়ে দেশের এই স্বাধীনতা। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের স্মৃতি বিজড়িত এই মেলা এলাকার মানুষ স্মৃতিচারণার। চির সংগ্রামী বীরেন্দ্রনাথ সবাইকে মাথা উঁচু করে সংগ্রাম ও বাঁচতে শিখিয়েছেন, এমন মানুষের স্মৃতি বিজড়িত এই মেলা ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য মেলার কর্মবীর সম্পাদক তরুণ জানা সহ তাঁর টিমকে ধন্যবাদ জানান। মেলা উদ্বোধনের পূর্বে প্রদর্শনী গ্যালারীতে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ এবং দেশপ্রাণের মূর্তি তে মাল্যদান করেন। বিদ্যাসাগরের জন্মের ২০০ বৎসর, যুব সমাজের অনুপ্রেরণা স্বামীজী এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে চির

বাগমারী শ্রীকল্যাণ সংঘের কুঞ্জ মেলায় পুরস্কার বিতরণী

পটশাপুর -২ ব্লকের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের বাগমারী শ্রীকল্যাণ সংঘ আয়োজিত ১৭০ তম বর্ষের দোল উৎসব ও কুঞ্জমেলার পুরস্কার বিতরণী হয় বুধবার। অনুষ্ঠানে অঙ্কন ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় কৃতিদের পুরস্কৃত করা হয়। উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও উপ প্রধান গৌতম জানা ও ডাঃ দিলীপ রায়, উৎসব সম্পাদক স্বপন কুমার রায়, পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন ভূমি কর্মাধ্যক্ষ স্বপন কুমার মাইতি, সমবায়ী গোলোকেশ নন্দ গোস্বামী

প্রতাপদাঘতে বিদ্যাসাগর ব্যাঙ্কের ত্রয়োদশতম এ.টি.এম. উদ্বোধন

২৯ মার্চঃ বিদ্যাসাগর সেন্ট্রাল কো - অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ত্রয়োদশ এ.টি.এম. পরিষেবার উদ্বোধন হয় প্রতাপদাঘি শাখায়। ফিতা কেটে দীপ জ্বলে প্রতাপদাঘি ব্যাঙ্কের শাখায় এ.টি.এম. পরিষেবার উদ্বোধন করেন প্রবীন সমবায়ী ও ব্যাঙ্কের প্রাক্তন চেয়ারম্যান বরেন্দ্রনাথ পাত্র। সঙ্গে পটশাপুর-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চন্দন সাউ, ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর তথা এগরা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দীনেশ প্রধান, শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপ প্রধান গৌতম জানা ও ডাঃ দিলীপ রায়, সমবায়ী গোলোকেশ নন্দ

গবেষক সম্মেলন ও সাহিত্য সভার মাধ্যমে খেজুরী বই মেলার সমাপ্তি

খেজুরী কলেজ ময়দানে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বর্ষের খেজুরী বইমেলার শেষ দিনে রবিবার গবেষক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। খেজুরী কলেজের অধ্যক্ষ ড. অসীম মামা এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। প্রধান অতিথি ছিলেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ড. লায়েক আলি খাঁন। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ড. রামচন্দ্র মণ্ডল, ড. প্রবালকান্তি হাজরা, ড. বিশ্বপদ জানা, ড. মিহির প্রধান, সুরত চক্রবর্তী, বিমান নায়ক, সুমন নারায়ণ বাকরা, পার্শ্বসারথী দাস প্রমুখ

অমর্ষিতে বিজেপি প্রার্থীর নির্বাচনী কর্মসূচী

কাঁথি সাংগঠনিক জেলা বিজেপি উদ্যোগে রবিবার পটশাপুরের অমর্ষিতে কাঁথি লোকসভা আসনের প্রার্থী পরিচিতি ও প্রচার মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। অমর্ষি গার্লস হাই স্কুলের বিপরীতে স্থানীয় বাসিন্দা তাপস চন্দ্রের বাড়িতে এই অনুষ্ঠান হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদক রাজু ব্যানার্জী, প্রার্থী ডাঃ দেবাশিষ সামন্ত, জেলা সভাপতি তপন মাইতি প্রমুখ। কাঁথি লোকসভা আসনের প্রার্থীকে নিয়ে দলীয় পতাকা নিয়ে এলাকায় প্রচার মিছিল করেন কর্মী সমর্থকরা। পরে সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তারা আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীকে নির্বাচনে নির্বাচিত করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত শক্ত করার আহ্বান জানান।

ইভিএম নিয়ে ওঠা অভিযোগ বন্ধে নয়া পরিকল্পনা নির্বাচন কমিশনের

সন্দেহ হলে দ্বিতীয়বারও ভোটের সুযোগ

তাতে উল্লেখ করা থাকবে ভোটটি কেন প্রার্থীর বুলিতে পড়ল। সাত সেকেন্ড পর স্লিপ একটি বাক্সে জমা হয়ে যাবে। ওই সাত সেকেন্ডের মধ্যে ভোটার স্লিপ দেখে নিশ্চিত হয়ে যেতে পারবেন, তাঁর ভোট পছন্দের প্রার্থী পেলেন কিনা। অর্থাৎ ভোটদানের সঙ্গে সঙ্গে হাতেগরম যাচাই প্রক্রিয়া। এবং যাচাইয়ের গার্মিন্সি বেসামান্য শেখাফানোর সুযোগও করে দিচ্ছে কমিশন। যাকে বলা হচ্ছে স্টেট ভোট।

কাঁথি-৩ ব্লক তৃণমূল অটো ইউনিয়নের নির্বাচনী সভা



কাঁথি-৩ ব্লকের মারিশাড়া তৃণমূল অটো ইউনিয়নের উদ্যোগে রবিবার কাঁথি লোকসভা আসনের তৃণমূল প্রার্থী শিশির অধিকারীর সমর্থনে মারিশাদাতে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য উত্তম বারিক, গৌরী শংকর মিশ্র, গৌতম মিশ্র, সত্যজিৎ কর প্রমুখ। বক্তারা বর্তমান রাজ্য সরকারের যে

'জ্যোতিষ শাস্ত্র বনাম জ্যোতির্বিদ্যা' শীর্ষক

সেমিনার কন্টাই সায়েন্স সেন্টারের

সর্বভারতীয় বিজ্ঞান সংগঠন ব্রেক থ্রু সায়েন্স সোসাইটি অনুমোদিত কাঁথি শাখার বিজ্ঞান ক্লাব কন্টাই সায়েন্স সেন্টারের পক্ষে 'জ্যোতিষ শাস্ত্র বনাম জ্যোতির্বিদ্যা' বিষয়ক একটি সেমিনার খড়গপুর বাইপাস সংলগ্ন জানা ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন কন্টাই সায়েন্স সেন্টারের শিক্ষক সভাপতি শিক্ষক অসিত বরণ প্রামাণিক এবং প্রধান আলোচক ছিলেন খড়গপুর আইআইটির গবেষক ও বেকথু সায়েন্স সোসাইটির পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির সদস্য তমাল জানা। তিনি সৌরজগৎ সম্পর্কিত নানা তথ্য বিস্তৃতভাবে

এগরা হাইস্কুলে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির মহকুমা সম্মেলন ও আলোচনা সভা

এগরা হাইস্কুলে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সম্মেলন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় শনিবার। উদ্বোধন করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. পার্থপ্রতিম বিশ্বাস। 'আমার দেশ আমার রাজ্য' শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট প্রার্থী পরিতোষ পট্টনায়ক, সংগঠন সভাপতি অসীম প্রধান, সম্পাদক অসীম কুমার মাইতি সহ মহকুমা নেতৃত্ব। সভায় আলোচনায়

স্পষ্ট যে কর্মসংস্থানে যুব সমাজ

পিছিয়ে, কৃষকরা উৎপন্ন ফসলে ন্যায্য দাম পাচ্ছে না, ঋণ জর্জর কৃষকরা আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। নোট বন্দীতে মানুষের সর্বনাশ হয়েছে, রাজ্যে এখন 'আমার দেশ আমার রাজ্য' শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট প্রার্থী পরিতোষ পট্টনায়ক, সংগঠন সভাপতি অসীম প্রধান, সম্পাদক অসীম কুমার মাইতি সহ মহকুমা নেতৃত্ব। সভায় আলোচনায় স্পষ্ট যে কর্মসংস্থানে যুব সমাজ পিছিয়ে, কৃষকরা উৎপন্ন ফসলে ন্যায্য দাম পাচ্ছে না, ঋণ জর্জর কৃষকরা আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। নোট বন্দীতে মানুষের সর্বনাশ হয়েছে, রাজ্যে এখন 'আমার দেশ আমার রাজ্য' শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট প্রার্থী পরিতোষ পট্টনায়ক, সংগঠন সভাপতি অসীম প্রধান, সম্পাদক অসীম কুমার মাইতি সহ মহকুমা নেতৃত্ব। সভায় আলোচনায়

নজর দিন

রামনগর-১ ব্লকের বাঘিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মীরগোদা কন্যা বিদ্যালয়ের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হ'ল শুক্রবার। স্কুল সূত্রের খবর, এদিন স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সফল ছাত্রীদের পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি স্কুলের ছাত্রীদের দ্বারা পরিবেশিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে ছিলেন রামনগর-১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি নিতাই চরণ সার, ব্লকের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ কৌশিক বারিক, পূর্ব কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল খালেক কাজি, বাঘিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আসমিনা বিবি, উপ প্রধান অমল বরণ ত্রিপাঠী প্রমুখ।

দেশপ্রাণ ব্লকের বসন্তিয়া স্পোর্টিং ক্লাবের তিন দিনের পুরুষ কাবাডি খেলা হ'ল বসন্তিয়া মক্তব ক্রীড়া ময়দানে। এই ক্রীড়ার উদ্বোধন করেন দক্ষ ক্রীড়া সংগঠক বিশ্বজিৎ দত্ত। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন নূর জামাল। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন শিক্ষক বিরাজ গুড়িয়া, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ও ক্লাব সভাপতি রাহেদ আলি খান, বিজন বেরা। খেলায় চ্যাম্পিয়ান হয় মিরমল্লা শান্তি সংঘ, রানাস হই টেলি টাওয়ার ইউনিয়ন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন চালতি নগেন্দ্র বিদ্যাপাঠী এর প্রধান শিক্ষক ও জেলা পরিষদ সদস্য সনীপ বেরা। ক্লাবের সম্পাদক ইয়ারিপ মহম্মদ খান জানান চ্যাম্পিয়ান ও রানাস দলকে ট্রফি সহ নগদ ১৫ হাজার ও ১০ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়। সবাইকে ধন্যবাদ জানান ক্লাবের ক্রীড়া সম্পাদক জাকির খান।

জনকনী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে তিন দিন ব্যাপি শিবিরের শেষ হয় শুক্রবার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন সি আই মধুমতী সাধু খাঁ, সি ডিও অমিয় হোতা, সমিতির সভাপতি সুকুমার মাইতি, সম্পাদক মুক্তিপদ মাইতি প্রমুখ। শিবিরে মোট ৪২ জন স্ব সাহায্যক দলের সদস্যগণ হাতেহাতে পেপার ব্যাগ ও অন্যান্য সামগ্রী তৈরীর প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণের শেষ দিনে প্রত্যেকে সুন্দর সুন্দর ব্যাগ ও অন্যান্য জিনিসপত্র তৈরী করেন। প্রশিক্ষণ দিলেন সুধুপা প্রধান। প্রশিক্ষণ শেষে উপস্থিত সকলকে সমিতির সম্পাদক মুক্তিপদ মাইতি এবং সভাপতি সুকুমার মাইতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

ভারতীয় জনতা পার্টির যুব মোর্চার পটশপূর শাখার উদ্যোগে বুধবার কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পটশপূর রেজিষ্ট্রি অফিস সংলগ্ন কমিউনিটি হলে আয়োজিত কর্মী সম্মেলন উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিজেপি বিস্তারক মুকুল রায়, কাঁথি সাংগঠনিক জেলা যুব মোর্চার সম্পাদক মোহনলাল শী, শম্ভু চক্রবর্তী, বিধানসভার কনভেনর স্বপন দেবনাথ, চার মন্ডলের মন্ডল সভাপতি যথাক্রমে গুরুপদ জানা, দিবেন্দু সাউ, উজ্জ্বল বারুই, দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী প্রমুখ।

কাঁথি লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে নামলো কংগ্রেস। জনকা ও মারিশদায় শুক্রবার দুটি বৈঠক করলেন কংগ্রেস প্রার্থী দীপক দাস। জনকার সভায় ৫টি অঞ্চলের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন ব্রজ সভাপতি বিশ্বজিৎ পাণ্ডিগাঠী। কাঁথি-৩ ব্লকের সভায় অমৃত দাস, শ্রীকৃষ্ণ গিরি বক্তব্য রাখেন।

কাঁথি -১ এর মাজিলাপুর ও মহিষাগোটে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী সভা

কাঁথি -১ ব্লকের মাজিলাপুরের সুবদি এবং মহিষাগোটে অঞ্চলের মহিষাগোটে নির্বাচনী কর্মী সভা করলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি ও সাংসদ শিশির অধিকারী। দুটি সভাতেই সভাপতিত্ব দেবব্রত দাস, কাঁথির পৌর প্রধান সৌমেন্দ্র অধিকারী, কাঁথি -১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রদীপ গায়েন, ব্রজ তৃণমূল সভাপতি ও কর্মাধ্যক্ষ মনুয় পন্ডা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সুবদির সভায় এ অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা ও প্রাক্তন কাউন্সিলার সিদ্ধার্থ মাইতি, পঞ্চায়েত প্রধান নির্মল মিশ্র, যুব নেতা নন্দ মিশ্র, ধ্রুব গিরি, কেশব প্রধান, তপন জানা, রামনারায়ণ পন্ডা, হরিশাধন দাস অধিকারী, প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। দুটি সভাতেই বৃথ সভাপতি, অঞ্চল কমিটি, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা অংশ নেন। দুটি সভাই হয় রুদ্ধদ্বার কক্ষে। প্রধান বক্তা শিশির অধিকারী বলেন, কেন্দ্রে একটি ধাপ্লাবাজ সরকার ৫ বছর কাজ করে গেলে। এরা শুধু প্রতারণা করে গেছে মানুষের সঙ্গে। কেন্দ্রের এই সরকার তেলের দাম, গ্যাসের দাম বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের উপর বোঝা চাপিয়ে গেছে পাঁচ বছর ধরে। এমনকি মা বোনোরা যে একটু টিডি দেখবেন, তাতেও রেহাই



নেই। টিডি দেখতে গেলেও ট্যাক্স দিতে হচ্ছে। চারপাশে শুধু ট্যাক্স। এই সরকারের সময় দেশের সেনাবাহিনীর, আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানদেরও নিরাপত্তা নেই। দেশের যুবকরা দেশের জন্য বাহিনীতে যোগ দিচ্ছেন আর কেন্দ্রের অপদার্থ সরকারের জন্য তাদের প্রাণ যাচ্ছে। কেন্দ্রের এ সরকার এমনই অপদার্থ যে দেশের প্রতিরক্ষার গোপন তথ্যও ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। শুধু ধাপ্লা দিয়ে, বক্তৃতা দিয়ে, নাটক করে পাঁচ বছর কাটিয়ে দিল কেন্দ্রের এই সরকার। রাজ্যের যা কিছু উন্নয়ন হয়েছে তা করেছে রাজ্য সরকার। কেন্দ্রের সরকার তাঁওতাবাজী করেছে। রাজ্য সরকার উন্নয়ন করেছে।

বেকারী দিবস

কাঁথি শহরে ডি ওয়াই এফ আই কাঁথি লোকাল কমিটির উদ্যোগে বেকারী বিরোধী দিবস পালিত হয়। মিছিলে মূল স্লোগান ছিল, সবাই হাতে কাজ চাই। সবাই গায়ে ভাত চাই। মিছিলে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য তাপস মিশ্র, লোকাল কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিৎ মেইকাপ, লোকাল কমিটির সভাপতি তেহেরান হোসেন, লোকাল কমিটির সদস্য বাসুদেব রাউল, অর্পণ মাইতি, অনুপম দাস, সেলিম ইউসুফ, সত্যব্রত দাস, সেক মসিউদ্দিন, আসফাক আলি খান প্রমুখ।

দোকানের মধ্যে ঢুকে গেল লরী, মৃত লরীর চালক

রবিবার গভীর রাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দোকানের মধ্যে ঢুকে গেল একটি সিমেন্ট বোঝাই দশ চাকার লরী। ঘটনাস্থল ঘটছে রবিবার রাত্রে ২টা নাগাদ কাঁথি -এগরা রাজ্য সড়কের সাতাইল বাজারের কাছে। আর ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেল দুটি দোকান। মৃত্যু হয় সিমেন্ট বোঝাই লরির চালকের। মৃত লরির চালকের নাম মীর আলাউদ্দিন (৩৩)। মৃত চালকের বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কেতয়ালি থানা এলাকার বাসিন্দা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এগর থানার পুলিশ। জানা গেছে, রবিবার গভীর রাতে কাঁথির দিক থেকে এগরার দিকে যাচ্ছিল একটি সিমেন্ট বোঝাই লরী। কাঁথি - এগরা রাস্তার সাতাইল বাজারের কাছে এসে লরীটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুটি দোকানের ভেতরে ঢুকে যায়। লরীর সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়। যার ফলে চালকের উপর গাড়ির স্টিয়ারিং চেপে যায়। স্থানীয়রা উদ্ধার করে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এগরা থানার পুলিশ দুর্ঘটনাপ্রস্থল লরি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

অলুয়াঁ জাগরণ সংঘের মনসা পূজা উপলক্ষ্যে চক্ষুছানি পরীক্ষা ক্যাম্প

এগরা- ৪ নং ওয়ার্ড অলুয়াঁ জাগরণ সংঘের ৬৩ তম মনসা পূজা ও মেলা কমিটি আয়োজিত ১৭তম চক্ষু ছানি পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। চৈতন্যপুর চক্ষু বিবেকানন্দ চক্ষু নিরাময় কেন্দ্রের চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ নভনীল সাউ ডাঃ মহেন্দ্র মাইতি সহ ২৯ জনের এক স্বাস্থ্যকর্মীর টিম চক্ষুছানি পরীক্ষা করেন। ৩০৫ পুরুষ ও ২৩৭ মহিলা শিবিরে অংশ নেন। ৩১৭ জন ছানি অপারেশন যোগ্যকে চিহ্নিত করা হয়। ২৪ এপ্রিল ও ২৬ এপ্রিল এদের চৈতন্যপুর বিনাব্যায়ে নিয়ে গিয়ে অপারেশন করানোর কথা ঘোষণা করেন সংস্থার সাংস্কৃতিক সম্পাদক হরিপদ পন্ডা। শিবিরের সূচনা পূর্বে ছিলেন এগরা পৌরপ্রধান শঙ্কর বেরা, স্থানীয় কাউন্সিলার তপন হাতী, প্রাক্তন উপ পৌরপ্রধান বীরেন নাথক, সংস্থার সভাপতি রামহরি বেরা। শিবির শেষে উপস্থিত সকলকে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র বেরা।

খেজুরী -১ ব্লকের মহিলা তৃণমূলের সাংগঠনিক সভা

খেজুরী-১ ব্লকের মহিলা তৃণমূলের সাংগঠনিক সভা রবিবার পূর্বচড়ায় অনুষ্ঠিত হয়। ব্লকের ৬টি অঞ্চলের ১০৮ টি বৃথের ১০৮ জন প্রতিনিধি এই সভায় যোগ দেন। সভাপতিত্ব করেন এই সভায় আহ্বায়ক মহামায়া গোল। বক্তব্য রাখেন ব্রজ তৃণমূল সভাপতি সত্যরঞ্জন বেরা, পঞ্চায়েত সমিতির তিন কর্মাধ্যক্ষ নির্মল পাঠ, মধুমিতা

- : সবারে করি আহ্বান :-

শ্রী শ্রী জগন্নাথ জীউ সেবা সমিতি

রেজিঃ নং - IV - 1105 -00002/18 স্থাপিত :- বাংলা ১৪১৮ সাল

বাগিচাই, পূর্ব মেদিনীপুর

- : অনুষ্ঠান প্রবাহ :-

২৭ শা টের ১৪২৫ (ইং-১১/০৪/১৯) বৃহস্পতিবার :	২৯ শা টের ১৪২৫ (ইং-১৩/০৪/১৯) শনিবার :
৮ম বার্ষিক মন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস পালন। সকালে - বাজার পরিক্রমা। দুপুর - প্রসাদ বিতরণ।	বাৎসরিক বিভিন্ন দেব - দেবীর পূজানুষ্ঠান
৩০ শা টের ১৪২৫ (ইং-১৪/০৪/১৯) রবিবার :	৩১ শা টের ১৪২৫ (ইং-১৫/০৪/১৯) সোমবার :
সকাল ৯ টায় অষ্টম প্রহর নাম যজ্ঞের ঘটোত্তোলন। দুপুরে - প্রসাদ বিতরণ।	১৯ শা টের ১৪২৫ (ইং-১৬/০৪/১৯) মঙ্গলবার :
১৯ শা টের ১৪২৫ (ইং-১৬/০৪/১৯) মঙ্গলবার :	২০ শা টের ১৪২৬ (ইং-১৭/০৪/১৯) বুধবার :
১৯ শা টের ১৪২৬ (ইং-১৭/০৪/১৯) বুধবার :	২১ শা টের ১৪২৬ (ইং-১৮/০৪/১৯) গুণবার :
২১ শা টের ১৪২৬ (ইং-১৮/০৪/১৯) গুণবার :	২২ শা টের ১৪২৬ (ইং-১৯/০৪/১৯) শুক্রবার :
২২ শা টের ১৪২৬ (ইং-১৯/০৪/১৯) শুক্রবার :	২৩ শা টের ১৪২৬ (ইং-২০/০৪/১৯) শনিবার :
২৩ শা টের ১৪২৬ (ইং-২০/০৪/১৯) শনিবার :	২৪ শা টের ১৪২৬ (ইং-২১/০৪/১৯) রবিবার :
২৪ শা টের ১৪২৬ (ইং-২১/০৪/১৯) রবিবার :	২৫ শা টের ১৪২৬ (ইং-২২/০৪/১৯) মঙ্গলবার :
২৫ শা টের ১৪২৬ (ইং-২২/০৪/১৯) মঙ্গলবার :	২৬ শা টের ১৪২৬ (ইং-২৩/০৪/১৯) বুধবার :
২৬ শা টের ১৪২৬ (ইং-২৩/০৪/১৯) বুধবার :	২৭ শা টের ১৪২৬ (ইং-২৪/০৪/১৯) গুণবার :
২৭ শা টের ১৪২৬ (ইং-২৪/০৪/১৯) গুণবার :	২৮ শা টের ১৪২৬ (ইং-২৫/০৪/১৯) শুক্রবার :
২৮ শা টের ১৪২৬ (ইং-২৫/০৪/১৯) শুক্রবার :	২৯ শা টের ১৪২৬ (ইং-২৬/০৪/১৯) শনিবার :
২৯ শা টের ১৪২৬ (ইং-২৬/০৪/১৯) শনিবার :	৩০ শা টের ১৪২৬ (ইং-২৭/০৪/১৯) রবিবার :
৩০ শা টের ১৪২৬ (ইং-২৭/০৪/১৯) রবিবার :	৩১ শা টের ১৪২৬ (ইং-২৮/০৪/১৯) মঙ্গলবার :
৩১ শা টের ১৪২৬ (ইং-২৮/০৪/১৯) মঙ্গলবার :	৩২ শা টের ১৪২৬ (ইং-২৯/০৪/১৯) বুধবার :
৩২ শা টের ১৪২৬ (ইং-২৯/০৪/১৯) বুধবার :	৩৩ শা টের ১৪২৬ (ইং-৩০/০৪/১৯) গুণবার :
৩৩ শা টের ১৪২৬ (ইং-৩০/০৪/১৯) গুণবার :	৩৪ শা টের ১৪২৬ (ইং-৩১/০৪/১৯) শুক্রবার :
৩৪ শা টের ১৪২৬ (ইং-৩১/০৪/১৯) শুক্রবার :	৩৫ শা টের ১৪২৬ (ইং-৩২/০৪/১৯) শনিবার :
৩৫ শা টের ১৪২৬ (ইং-৩২/০৪/১৯) শনিবার :	৩৬ শা টের ১৪২৬ (ইং-৩৩/০৪/১৯) রবিবার :
৩৬ শা টের ১৪২৬ (ইং-৩৩/০৪/১৯) রবিবার :	৩৭ শা টের ১৪২৬ (ইং-৩৪/০৪/১৯) মঙ্গলবার :
৩৭ শা টের ১৪২৬ (ইং-৩৪/০৪/১৯) মঙ্গলবার :	৩৮ শা টের ১৪২৬ (ইং-৩৫/০৪/১৯) বুধবার :
৩৮ শা টের ১৪২৬ (ইং-৩৫/০৪/১৯) বুধবার :	৩৯ শা টের ১৪২৬ (ইং-৩৬/০৪/১৯) গুণবার :
৩৯ শা টের ১৪২৬ (ইং-৩৬/০৪/১৯) গুণবার :	৪০ শা টের ১৪২৬ (ইং-৩৭/০৪/১৯) শুক্রবার :
৪০ শা টের ১৪২৬ (ইং-৩৭/০৪/১৯) শুক্রবার :	৪১ শা টের ১৪২৬ (ইং-৩৮/০৪/১৯) শনিবার :
৪১ শা টের ১৪২৬ (ইং-৩৮/০৪/১৯) শনিবার :	৪২ শা টের ১৪২৬ (ইং-৩৯/০৪/১৯) রবিবার :
৪২ শা টের ১৪২৬ (ইং-৩৯/০৪/১৯) রবিবার :	৪৩ শা টের ১৪২৬ (ইং-৪০/০৪/১৯) মঙ্গলবার :
৪৩ শা টের ১৪২৬ (ইং-৪০/০৪/১৯) মঙ্গলবার :	৪৪ শা টের ১৪২৬ (ইং-৪১/০৪/১৯) বুধবার :
৪৪ শা টের ১৪২৬ (ইং-৪১/০৪/১৯) বুধবার :	৪৫ শা টের ১৪২৬ (ইং-৪২/০৪/১৯) গুণবার :
৪৫ শা টের ১৪২৬ (ইং-৪২/০৪/১৯) গুণবার :	৪৬ শা টের ১৪২৬ (ইং-৪৩/০৪/১৯) শুক্রবার :
৪৬ শা টের ১৪২৬ (ইং-৪৩/০৪/১৯) শুক্রবার :	৪৭ শা টের ১৪২৬ (ইং-৪৪/০৪/১৯) শনিবার :
৪৭ শা টের ১৪২৬ (ইং-৪৪/০৪/১৯) শনিবার :	৪৮ শা টের ১৪২৬ (ইং-৪৫/০৪/১৯) রবিবার :
৪৮ শা টের ১৪২৬ (ইং-৪৫/০৪/১৯) রবিবার :	৪৯ শা টের ১৪২৬ (ইং-৪৬/০৪/১৯) মঙ্গলবার :
৪৯ শা টের ১৪২৬ (ইং-৪৬/০৪/১৯) মঙ্গলবার :	৫০ শা টের ১৪২৬ (ইং-৪৭/০৪/১৯) বুধবার :
৫০ শা টের ১৪২৬ (ইং-৪৭/০৪/১৯) বুধবার :	৫১ শা টের ১৪২৬ (ইং-৪৮/০৪/১৯) গুণবার :
৫১ শা টের ১৪২৬ (ইং-৪৮/০৪/১৯) গুণবার :	৫২ শা টের ১৪২৬ (ইং-৪৯/০৪/১৯) শুক্রবার :
৫২ শা টের ১৪২৬ (ইং-৪৯/০৪/১৯) শুক্রবার :	৫৩ শা টের ১৪২৬ (ইং-৫০/০৪/১৯) শনিবার :
৫৩ শা টের ১৪২৬ (ইং-৫০/০৪/১৯) শনিবার :	৫৪ শা টের ১৪২৬ (ইং-৫১/০৪/১৯) রবিবার :
৫৪ শা টের ১৪২৬ (ইং-৫১/০৪/১৯) রবিবার :	৫৫ শা টের ১৪২৬ (ইং-৫২/০৪/১৯) মঙ্গলবার :
৫৫ শা টের ১৪২৬ (ইং-৫২/০৪/১৯) মঙ্গলবার :	৫৬ শা টের ১৪২৬ (ইং-৫৩/০৪/১৯) বুধবার :
৫৬ শা টের ১৪২৬ (ইং-৫৩/০৪/১৯) বুধবার :	৫৭ শা টের ১৪২৬ (ইং-৫৪/০৪/১৯) গুণবার :
৫৭ শা টের ১৪২৬ (ইং-৫৪/০৪/১৯) গুণবার :	৫৮ শা টের ১৪২৬ (ইং-৫৫/০৪/১৯) শুক্রবার :
৫৮ শা টের ১৪২৬ (ইং-৫৫/০৪/১৯) শুক্রবার :	৫৯ শা টের ১৪২৬ (ইং-৫৬/০৪/১৯) শনিবার :
৫৯ শা টের ১৪২৬ (ইং-৫৬/০৪/১৯) শনিবার :	৬০ শা টের ১৪২৬ (ইং-৫৭/০৪/১৯) রবিবার :
৬০ শা টের ১৪২৬ (ইং-৫৭/০৪/১৯) রবিবার :	৬১ শা টের ১৪২৬ (ইং-৫৮/০৪/১৯) মঙ্গলবার :
৬১ শা টের ১৪২৬ (ইং-৫৮/০৪/১৯) মঙ্গলবার :	৬২ শা টের ১৪২৬ (ইং-৫৯/০৪/১৯) বুধবার :
৬২ শা টের ১৪২৬ (ইং-৫৯/০৪/১৯) বুধবার :	৬৩ শা টের ১৪২৬ (ইং-৬০/০৪/১৯) গুণবার :
৬৩ শা টের ১৪২৬ (ইং-৬০/০৪/১৯) গুণবার :	৬৪ শা টের ১৪২৬ (ইং-৬১/০৪/১৯) শুক্রবার :
৬৪ শা টের ১৪২৬ (ইং-৬১/০৪/১৯) শুক্রবার :	৬৫ শা টের ১৪২৬ (ইং-৬২/০৪/১৯) শনিবার :
৬৫ শা টের ১৪২৬ (ইং-৬২/০৪/১৯) শনিবার :	৬৬ শা টের ১৪২৬ (ইং-৬৩/০৪/১৯) রবিবার :
৬৬ শা টের ১৪২৬ (ইং-৬৩/০৪/১৯) রবিবার :	৬৭ শা টের ১৪২৬ (ইং-৬৪/০৪/১৯) মঙ্গলবার :
৬৭ শা টের ১৪২৬ (ইং-৬৪/০৪/১৯) মঙ্গলবার :	৬৮ শা টের ১৪২৬ (ইং-৬৫/০৪/১৯) বুধবার :
৬৮ শা টের ১৪২৬ (ইং-৬৫/০৪/১৯) বুধবার :	৬৯ শা টের ১৪২৬ (ইং-৬৬/০৪/১৯) গুণবার :
৬৯ শা টের ১৪২৬ (ইং-৬৬/০৪/১৯) গুণবার :	৭০ শা টের ১৪২৬ (ইং-৬৭/০৪/১৯) শুক্রবার :
৭০ শা টের ১৪২৬ (ইং-৬৭/০৪/১৯) শুক্রবার :	৭১ শা টের ১৪২৬ (ইং-৬৮/০৪/১৯) শনিবার :
৭১ শা টের ১৪২৬ (ইং-৬৮/০৪/১৯) শনিবার :	৭২ শা টের ১৪২৬ (ইং-৬৯/০৪/১৯) রবিবার :
৭২ শা টের ১৪২৬ (ইং-৬৯/০৪/১৯) রবিবার :	৭৩ শা টের ১৪২৬ (ইং-৭০/০৪/১৯) মঙ্গলবার :
৭৩ শা টের ১৪২৬ (ইং-৭০/০৪/১৯) মঙ্গলবার :	৭৪ শা টের ১৪২৬ (ইং-৭১/০৪/১৯) বুধবার :
৭৪ শা টের ১৪২৬ (ইং-৭১/০৪/১৯) বুধবার :	৭৫ শা টের ১৪২৬ (ইং-৭২/০৪/১৯) গুণবার :
৭৫ শা টের ১৪২৬ (ইং-৭২/০৪/১৯) গুণবার :	৭৬ শা টের ১৪২৬ (ইং-৭৩/০৪/১৯) শুক্রবার :
৭৬ শা টের ১৪২৬ (ইং-৭৩/০৪/১৯) শুক্রবার :	৭৭ শা টের ১৪২৬ (ইং-৭৪/০৪/১৯) শনিবার :
৭৭ শা টের ১৪২৬ (ইং-৭৪/০৪/১৯) শনিবার :	৭৮ শা টের ১৪২৬ (ইং-৭৫/০৪/১৯) রবিবার :
৭৮ শা টের ১৪২৬ (ইং-৭৫/০৪/১৯) রবিবার :	৭৯ শা টের ১৪২৬ (ইং-৭৬/০৪/১৯) মঙ্গলবার :
৭৯ শা টের ১৪২৬ (ইং-৭৬/০৪/১৯) মঙ্গলবার :	৮০ শা টের ১৪২৬ (ইং-৭৭/০৪/১৯) বুধবার :
৮০ শা টের ১৪২৬ (ইং-৭৭/০৪/১৯) বুধবার :	৮১ শা টের ১৪২৬ (ইং-৭৮/০৪/১৯) গুণবার :
৮১ শা টের ১৪২৬ (ইং-৭৮/০৪/১৯) গুণবার :	৮২ শা টের ১৪২৬ (ইং-৭৯/০৪/১৯) শুক্রবার :
৮২ শা টের ১৪২৬ (ইং-৭৯/০৪/১৯) শুক্রবার :	৮৩ শা টের ১৪২৬ (ইং-৮০/০৪/১৯) শনিবার :
৮৩ শা টের ১৪২৬ (ইং-৮০/০৪/১৯) শনিবার :	৮৪ শা টের ১৪২৬ (ইং-৮১/০৪/১৯) রবিবার :
৮৪ শা টের ১৪২৬ (ইং-৮১/০৪/১৯) রবিবার :	৮৫ শা টের ১৪২৬ (ইং-৮২/০৪/১৯) মঙ্গলবার :
৮৫ শা টের ১৪২৬ (ইং-৮২/০৪/১৯) মঙ্গলবার :	৮৬ শা টের ১৪২৬ (ইং-৮৩/০৪/১৯) বুধবার :
৮৬ শা টের ১৪২৬ (ইং-৮৩/০৪/১৯) বুধবার :	৮৭ শা টের ১৪২৬ (ইং-৮৪/০৪/১৯) গুণবার :
৮৭ শা টের ১৪২৬ (ইং-৮৪/০৪/১৯) গুণবার :	৮৮ শা টের ১৪২৬ (ইং-৮৫/০৪/১৯) শুক্রবার :
৮৮ শা টের ১৪২৬ (ইং-৮৫/০৪/১৯) শুক্রবার :	৮৯ শা টের ১৪২৬ (ইং-৮৬/০৪/১৯) শনিবার :
৮৯ শা টের ১৪২৬ (ইং-৮৬/০৪/১৯) শনিবার :	৯০ শা টের ১৪২৬ (ইং-৮৭/০৪/১৯) রবিবার :
৯০ শা টের ১৪২৬ (ইং-৮৭/০৪/১৯) রবিবার :	৯১ শা টের ১৪২৬ (ইং-৮৮/০৪/১৯) মঙ্গলবার :
৯১ শা টের ১৪২৬ (ইং-৮৮/০৪/১৯) মঙ্গলবার :	৯২ শা টের ১৪২৬ (ইং-৮৯/০৪/১৯) বুধবার :
৯২ শা টের ১৪২৬ (ইং-৮৯/০৪/১৯) বুধবার :	৯৩ শা টের ১৪২৬ (ইং-৯০/০৪/১৯) গুণবার :
৯৩ শা টের ১৪২৬ (ইং-৯০/০৪/১৯) গুণবার :	৯৪ শা টের ১৪২৬ (ইং-৯১/০৪/১৯) শুক্রবার :
৯৪ শা টের ১৪২৬ (ইং-৯১/০৪/১৯) শুক্রবার :	৯৫ শা টের ১৪২৬ (ইং-৯২/০৪/১৯) শনিবার :
৯৫ শা টের ১৪২৬ (ইং-৯২/০৪/১৯) শনিবার :	৯৬ শা টের ১৪২৬ (ইং-৯৩/০৪/১৯) রবিবার :
৯৬ শা টের ১৪২৬ (ইং-৯৩/০৪/১৯) রবিবার :	৯৭ শা টের ১৪২৬ (ইং-৯৪/০৪/১৯) মঙ্গলবার :
৯৭ শা টের ১৪২৬ (ইং-৯৪/০৪/১৯) মঙ্গলবার :	৯৮ শা টের ১৪২৬ (ইং-৯৫/০৪/১৯) বুধবার :
৯৮ শা টের ১৪২৬ (ইং-৯৫/০৪/১৯) বুধবার :	৯৯ শা টের ১৪২৬ (ইং-৯৬/০৪/১৯) গুণবার :
৯৯ শা টের ১৪২৬ (ইং-৯৬/০৪/১৯) গুণবার :	১০০ শা টের ১৪২৬ (ইং-৯৭/০৪/১৯) শুক্রবার :